১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ জানুয়ারি ২০১৪

৫ জানুয়ারির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সহিংসতা

নির্বাচন পরবর্তী ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর হামলা

প্রতিদিন গড়ে একজন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার

মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা

নারীর প্রতি সহিংসতা

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্র গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। নিজের অধিকারের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। নাগরিক মাত্রই জানে ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার যে-নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা লাভ করতে পারে না, সেইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় রায় বা নির্বাহী আদেশে রহিত করা যায় না এবং তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* সেই সব মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব বাস্তায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের এই মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের

নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। *অধিকার* হয়রানীর মধ্যে থেকেও এই পরিস্থিতিতেই ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) বলবৎ থাকার কারণে প্রতিবাদ হিসেবে *অধিকার* এই প্রতিবেদনটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছে না। এই আইনের ৫৭ ধারায়[১] বর্ণিত ইলেকট্রনিক ফরমে বিশেষ ধরনের কিছু তথ্যাদি প্রকাশ করা সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং ২০১৩ এর সংশোধনীতে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। *অধিকার* এই নিবর্তনমূলক আইনটি বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৫ জানুয়ারি'র নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সহিংসতা

১. গত ৫ জানুয়ারি ১০ম জাতীয় সংসদের বিতর্কিত নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্বাচনে প্রধান বিরোধীদল বিএনপিসহ তাদের নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটসহ নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধনকৃত বেশিরভাগ দলই অংশগ্রহণ করেনি। বিরোধী জোট এই নির্বাচন প্রতিহত করার ডাক দেয়। এতে করে নির্বাচনের আগেই নজিরবিহীনভাবে সর্বমোট ৩'শ আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসনেই সরকারি দল আওয়ামীলীগ ও আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন জোটের সমর্থকরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এরমধ্যে আওয়ামী লীগ ১২৭টি, জাতীয় পার্টি ২০টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ৩টি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি ২টি, জাতীয় পার্টি (মঞ্জু) ১টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়। এরপর ৫ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৪৭টি আসনে। এদিকে ১৫৩টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার কারণে মোট ৯ কোটি ১৯ লাখ ৪৮ হাজার ৮৬১ জন ভোটারের মধ্যে ৪ কোটি ৮০ লাখ ২৭ হাজার ৩৯ জন ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগের কোন সুযোগ পাননি।[২]

২. নির্বাচন কমিশনের তথ্যমতে ৪০.৫৬ ভাগ ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকা ও নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা আরো অনেক কম শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানায়। ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এলায়েন্স (ফেমা) নির্বাচনের দিন বেলা ২ টা পর্যন্ত ১০ ভাগ ভোটারের অংশগ্রহণের খবর দেয় ও দিনের শেষে তারা ১৪ ভাগ ভোটারের ভোট দেয়ার কথা বলে।[৩] ইংরেজী দৈনিক নিউএজ ১০ থেকে ১২ ভাগ এবং দি ডেইলি স্টার ২০ ভাগ ভোট পড়েছে বলে তথ্য প্রকাশ করে।[৪]

৩. এদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ করেছেন। নির্বাচন চলাকালীন সময়ে ৩১টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা নিজ নিজ এলাকায় সংবাদ সম্মেলন করেন এবং নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নির্বাচন বর্জন করেন।[৫] একইসঙ্গে বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্যাপক জালভোটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া ৩৮টি কেন্দ্রে কোন ভোট না পড়ার রেকর্ডও সৃষ্টি হয়েছে। অনেক কেন্দ্রে নামমাত্র ভোটার ভোট দিয়েছেন। সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন না হওয়ার কারণে *অধিকারও* সরাসরি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু বিভিন্ন এলাকায় *অধিকার এর* মানবাধিকার কর্মী ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের কর্মীদের মাধ্যমে ৫ জানুয়ারি'র নির্বাচন পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের এসব তথ্য সংগ্রহ করে *অধিকার*।

---

[১] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েব সাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[২] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ও দৈনিক মানবকণ্ঠ, ০৮/০১/২০১৪

[৩] দৈনিক নিউ এজ, ১০/০১/২০১৪

[৪] দৈনকি নিউ এজ, ০৭/০১/২০১৪ ও ডেইলি স্টার, ০৬/০১/২০১৪

[৫] দৈনিক সমকাল, ০৬/০১/২০১৪

৪. ৫ জানুয়ারি ২০১৪ তে বিতর্কিত ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও বিরোধীদলীয় জোট নির্বাচন প্রতিরোধের ডাক দেয়ায় সহিংসতা শুরু হয় বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। ২৫ নভেম্বর ২০১৩ নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পরপরই বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোট লাগাতার অবরোধ ও হরতালের ডাক দেয়। ২৫ নভেম্বর ২০১৩ থেকে ১০ জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে দুবৃর্ত্তদের ককটেল ও পেট্রোল বোমা হামলায় ২১ জন নিহত এবং ৬৫ জন আহত হন। সারা দেশে নির্বাচন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে যৌথবাহিনীর বিশেষ অভিযান চলাকালে অনেক সাধারণ মানুষ গণগ্রেফতারের শিকার হয়েছেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন কেন্দ্রে সহিংসতা শুরু হয় নির্বাচনের আগের রাত থেকেই। এদিন বেশ কিছু ভোটকেন্দ্র জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটে। অব্যাহত সহিংসতায় ৮টি আসনের ৩৯২টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত করতে নির্বাচন কমিশন বাধ্য হয়।[৬] নির্বাচন সংক্রান্ত সহিংসতার ঘটনাগুলোর মধ্যে কিছু ঘটনা নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

৫. গত ৪ জানুয়ারি ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার মোলানী ছেপড়িকুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার জোবায়তুল হক (৫৫) নির্বাচন বিরোধীদের হামলায় গুরতর আহত হয়ে ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালে মারা যান।[৭]

৬. গত ৫ জানুয়ারি পাবনা-১ (বেড়া-সাথিয়া) আসনে ইবতেদায়ি মাদ্রাসা কেন্দ্রে তৎকালিন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকুর ছেলে আশিক আল শামস ও তাঁর এপিএস আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে কয়েকজন দুবৃর্ত্ত ৪৭৫টি ভোট ও শহীদনগর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২৩৮টি ভোট ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ঢুকিয়ে দেন। কেন্দ্র দুটির প্রিজাইডিং অফিসার যথাক্রমে আতিকুর রহমান ও সাখাওয়াত হোসেন সেখানকার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে লিখিত ভাবে এই ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন।[৮]

৭. সরকার সমর্থক প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ভোট কারচুপির অভিযোগ এনে অন্তত ৩০টি আসনে নির্বাচন বয়কট করেন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা। আসনগুলো হল- ঢাকা-৫, ঢাকা-৬, ঢাকা-১৫, লক্ষ্মীপুর-৪, জামালপুর-১, জামালপুর-২, সিরাজগঞ্জ-৫, বরিশাল-২, বরিশাল-৩, নারায়ণগঞ্জ-১, ঝিনাইদহ-১, ফেনী-৩, লালমনিরহাট-১, ময়মনসিংহ-১১, গাইবান্ধা-৪, কক্সবাজার-৪, বগুড়া-২, শেরপুর-২, শেরপুর-৩, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫, নোয়াখালী-৬, মানিকগঞ্জ-১, পটুয়াখালী-১, খুলনা-২, খুলনা-৩, মুন্সীগঞ্জ-১, মুন্সীগঞ্জ-২, বরগুনা-১ এবং বরগুনা-২।[৯]

৮. অব্যাহত সহিংসতায় ভোটগ্রহণ স্থগিত হওয়া কেন্দ্রগুলোর মধ্যে রয়েছে রংপুরে ৮৪টি, গাইবান্ধায় ১২৯টি, নীলফামারীতে ৯টি, দিনাজপুরে ৪৫টি, বগুড়ায় ১০০টি, হবিগঞ্জে ৩টি, লক্ষ্মীপুরে ২১টি, চট্টগ্রামে ২টি, ঠাকুরগাঁওয়ে ১৯টি, কুমিলায় ১৫টি, জামালপুরে ৪টি, যশোরে ৬৫টি ও ফেনীতে ১টি ও ঝিনাইদহে ৩টি ভোটকেন্দ্রগুলোতে ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়।[১০]

৯. নির্বাচনের দিন ভোর আনুমানিক ৬টায় শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসনের শ্রীবরদী উপজেলার গড়জরিপা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে দুর্বৃত্তরা পেট্রলবোমা ও ককটেল নিক্ষেপ করে। এতে ব্যালট পেপারসহ ভোট গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র পুড়ে যায়। পরে এই কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত করা হয়। সকাল আনুমানিক ১০টায় সদর উপজেলার বাগরাকসা শেরপুর উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ককটেল হামলায় পোলিং কর্মকর্তা কল্পনা ও হিরা নাসরিন আহত হন। বেলা আনুমানিক দেড়টায় দীঘারপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে বিএনপি সমর্থকরা ব্যালট পেপারসহ ছয়টি ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে নেয়। পরে ওই কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত করা হয়। টাঙ্গাইল-২ (গোপালপুর-ভুঞাপুর) আসনের পালপাড়া ও সাহাপুর কেন্দ্রে নির্বাচনের দিন বেলা ১১টার পর

[৬] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬/০১/২০১৪
[৭] দৈনিক প্রথম আলো, বাংলা নিউজ ও শীর্ষ নিউজ অনলাইন সংস্করণ, ০৬/০১/২০১৪
[৮] দৈনিক প্রথম আলো/মানবজমিন অনলাইন সংস্করণ, ০৫/০১/২০১৪
[৯] দৈনিক মানবজমিন ০৬/০১/২০১৪ এবং দৈনিক আমারদেশ অনলাইন সংস্করণ, ০৬/০১/২০১৪
[১০] দৈনিক মানবজমিন, ০৬/০১/২০১৪

বিএনপি ও জামায়াতের কর্মীরা হামলা চালায়। পুলিশ ফাঁকা গুলি ছুঁড়লে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। আতঙ্কে ছোটাছুটি করতে গিয়ে পাঁচজন ভোটার আহত হন।[১১]

১০. আওয়ামীলীগ দলীয় প্রার্থীর সমর্থকরা নির্বাচন চলাকালে হবিগঞ্জের তিনটি আসনের অন্তত ৯৬টি কেন্দ্র দখল করে নিয়ে জাল ভোট দেয় বলে অভিযোগ করেছেন প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীরা। দখল হওয়া কেন্দ্রগুলোর মধ্যে রয়েছে হবিগঞ্জ-৩ আসনের ২৫টি, হবিগঞ্জ-২ আসনের ৪১টি ও হবিগঞ্জ-৪ আসনের ৩০টি কেন্দ্র। ভোট গ্রহণের নির্ধারিত সময় বিকেল ৪ টার পরও মেহেরপুর সদর উপজেলার রাইপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হয়েছে। এই অভিযোগের সত্যতাও স্বীকার করেছেন ওই কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার জাহাঙ্গীর আলম।[১২]

১১. কুড়িগ্রাম-১ আসনের চরভুরুঙ্গামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে দুপুর ২টার দিকে একদল দুর্বৃত্ত ভোটকেন্দ্রে হামলা চালিয়ে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে নিয়ে যায়। এইসময় তাদের হামলায় আহত হন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার স্বপন কুমার। নওগাঁ-৪ আসনের মান্দা উপজেলার রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন প্রতিরোধকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে বিএনপি ও জামায়াতের ৮ জন নেতাকর্মী গুলিবিদ্ধ হন। এঁদের মধ্যে বাবুল হোসেন (২৮) নামে এক যুবদল কর্মী মারা যান।[১৩]

১২. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৫৩[১৪] জন নিহত এবং ১৪৭২ জন আহত হয়েছেন। এই ৫৩ জনের মধ্যে বিরোধীদলীয় জোটের নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণা এবং নির্বাচনের দিন হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করায় এই সংক্রান্ত সহিংসতায় ৩৯ পুলিশ, আওয়ামীলীগ সমর্থক ও ১৮ দলীয় জোট সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে অথবা পেট্রোল বোমার আক্রমণে নিহত হয়েছেন। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ২০টি এবং বিএনপির একটি ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে দুই জন নিহত ও ২২৪ জন আহত হয়েছেন। অন্যদিকে বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১৫ জন আহত হয়েছেন।

নির্বাচন পরবর্তী ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর হামলা

১৩. নির্বাচনের পর দেশের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এই সময় তাঁদের বাড়ি-ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং উপাসনালয়ে আক্রমণ করা হয়।[১৫] নিচে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলোঃ

১৪. নির্বাচনে ভোট দেয়ার কারণে গত ৫ জানুয়ারি দুপুরে দিনাজপুর সদর উপজেলার চেহেলগাজী ইউনিয়নের কর্ণাই গ্রামের ছয়টি পাড়ায় হিন্দুদের বাড়িতে ১৮ দলীয় জোট সমর্থকরা হামলা করে প্রায় দেড় শতাধিক ঘর এবং দোকানে লুটপাট করে আগুন ধরিয়ে দেয়। ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেন, হামলায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নাজির আহমেদ, ডুমুরতলী গ্রামের আকবর আলী, কাঁটাপাড়া গ্রামের মাহবুবুল আলম, মহাদেবপুর গ্রামের সাহাবুল আলম, বকরীপাড়া গ্রামের আবুল কানা ও কর্ণাই গ্রামের নুহু মিয়াসহ অন্যরা নেতৃত্ব দেয়। এরা বিএনপি ও জামায়াতের সমর্থক। নির্বাচনের আগের দিন বিএনপি ও জামায়াত সমর্থকরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বারণ করেছিল।[১৬]

১৫. নির্বাচনের দিন ঠাকুরগাঁওয়ে নাশকতার আশঙ্কায় বেশিরভাগ ভোটকেন্দ্র দুপুরের আগেই বন্ধ করে দিয়ে কর্মকর্তারা পালিয়ে যান। গড়েয়া গোপালপুরে আওয়ামীলীগ-বিএনপির সংঘর্ষের সময় তীরের আঘাতে আবু

---

[১১] দৈনিক প্রথম আলো, ০৬/০১/২০১৪

[১২] দৈনিক প্রথম আলো, ০৬/০১/২০১৪

[১৩] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুড়িগ্রাম জেলার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১৪] নিহত ৫৩ জনের মধ্যে ১৪ জন ব্যক্তি রাজনৈতিক সহিংসতার সময় পুলিশের গুলিতে মারা গেছে যা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

[১৫] স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে প্রতিটি নির্বাচনের পরেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য পরিকল্পিতভাবে হামলা করা হয়েছে এবং তা এখনও হচ্ছে। এই হামলাগুলোর ঘটনায় বিভিন্ন সময়ে আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির জড়িত থাকার অভিযোগও রয়েছে।

[১৬] প্রথম আলো ০৭/০১/২০১৪

হানিফ (৩০) নামে এক যুবক নিহত হন। এছাড়াও ৫ জন পুলিশ সহ ৫০ জনেরও বেশী মানুষ গুরুতর আহত হন। বিরোধীদল সমর্থক নেতা কর্মীদের আহত ও নিহত হওয়ার ঘটনার পর বিরোধীদলের নেতা কর্মীরা গত ৬ জানুয়ারি স্থানীয় আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীদের বাড়ী-ঘর ও দোকান পাটে হামলা চালায়, ফলে সংঘর্ষ চরম আকার ধারণ করে। ঐ এলাকাগুলো হিন্দু প্রধান হওয়াতে হিন্দু ধর্মালম্বী নাগরিকরা বেশি আক্রান্ত হন, এই ঘটনার পর স্থানীয় কিছু মানুষ এই ঘটনাকে সংখ্যালঘু নির্যাতন হিসেবে চিহ্নিত করে স্থানীয় হিন্দুদেরকে আতঙ্কিত করে তাঁদেরকে বাড়ি ঘর ছেড়ে গড়েয়া ইস্কন মন্দিরে আশ্রয় নিতে প্ররোচিত করে।[১৭]

১৬. গত ৫ জানুয়ারি যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার ১নং প্রেমবাগ ইউনিয়নের চাঁপাতলা মৌজার মালোপাড়া গ্রামে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তত ৪০টি পরিবার আক্রান্ত হয়। এরই জের ধরে পরদিন ৬ জানুয়ারি মালোপাড়া সংলগ্ন চাঁপাতলা গ্রামের মুসলিম অধ্যুষিত পাড়ার ৪টি বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাগুলোতে উভয় পক্ষের অন্তত ৭ জন আহত হয়। এদিকে নির্বাচনের আগে ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ মালোপাড়া সংলগ্ন সুন্দলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে একটি নির্বাচনী সভায় আওয়ামী লীগ নেতা ও নবম জাতীয় সংসদে সরকারী দলের হুইপ আব্দুল ওহাব, যিনি ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের মনোনয়ন থেকে ছিলেন বঞ্চিত, তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের উদ্দেশ্যে তাঁকে ভোট না দিলে তিনি তাঁদের দেখে নেবেন বলে হুমকি দেন বলে জানা যায়। *অধিকার* এর নিজস্ব অনুসন্ধানে দেখা গেছে, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত চাঁপাতলা মাদ্রাসাকেন্দ্রে মালোপাড়া এলাকার জন্য নির্ধারিত বুথে ৪০০ ভোটের মধ্যে ভোট পড়ে ২০২টি এর মধ্যে নৌকা প্রতীকে রনজিত রায় পান ১৩২টি ভোট আর কলস প্রতীকে আওয়ামীলীগের বিদ্রোহী প্রার্থী আব্দুল ওহাব ভোট পান ৭০টি। কেন্দ্রে ভোট কম পাওয়ায় গণনার পর চাঁপাতলা মাদ্রাসা এলাকায়ই ওহাব সমর্থকরা মালোপাড়ার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। এর আগে সকাল ১০ টায় ভোট দিতে যাওয়ার সময় মালোপাড়ার পুকুরকান্দা এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ৪ জনকে পিটিয়ে আহত করে চাঁপাতলার ১৮ দল সমর্থক নির্বাচন বিরোধীরা। বিকেল আনুমানিক সাড়ে ৪ টায় চাঁপাতলার বাসিন্দারা মালোপাড়ার ওপর দিয়ে ফেরার সময় সকালের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক এমন সময় গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, হিন্দুরা দুই জন মুসলমানকে মেরে ফেলেছে। আর এই গুজবকে কেন্দ্র করেই ১৮ দলের নিয়ন্ত্রণে থাকা চাঁপাতলা ও আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে থাকা চেংগুটিয়া বাজার এই দুই দিক থেকেই হামলা শুরু হয় মালোপাড়ায়। হামলার আগে ৫টি নসিমনে (স্থানীয় পরিবহন) করে শতাধিক বহিরাগত এসে জড়ো হয় চেংগুটিয়া শালবনে। ওই হামলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের অন্তত ৪৩টি বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনার পরদিন ৬ জানুয়ারি রাতে একই এলাকার ৪টি মুসলমান বাড়িতে পুলিশের পাহাড়ায় হামলা চালিয়ে ভাংচুর লুটপাট করা হয় বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা।[১৮]

১৭. গত ৭ জানুয়ারি জামালপুর সদর উপজেলার শ্রীপুর ইউনিয়নের ভাগড়া এলাকায় খ্রীস্টান ধর্মীয় কয়েকটি পরিবারের ওপর হামলা চালিয়েছে দুবৃর্ত্তরা। এ ঘটনায় ১৫ জন আহত হন। হামলার শিকার খ্রীস্টান ধর্ম্বালম্বী সদস্যরা জানান, নির্বাচন বিরোধীরা নির্বাচনে নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে তাঁদের ওপর হামলা করে।[১৯]

১৮. *অধিকার* অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ্য করছে যে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর প্রতিটি নির্বাচনের পর হামলা চালানোর ঘটনা একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচনের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে আক্রমণ হবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও এই ব্যাপারে সরকার ও প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার জন্য মানবাধিকার কর্মীরা উদ্বিগ্ন ছিল। অতীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর সংঘঠিত হামলার ঘটনা গুলোর বিচার না হওয়া এবং সেই ঘটনাগুলোর রাজনৈতিকিকরণ করার কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটেই চলেছে।

---

[১৭] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঠাকুরগাঁও এর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১৮] তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন, *অধিকার*

[১৯] দৈনিক প্রথম আলো, ০৯/০১/২০১৪

অধিকার দাবি জানাচ্ছে যে, যেসব দুর্বৃত্ত এইসব অপরাধ করেছে, তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। *অধিকার* এই ঘটনাগুলোতে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করছে এবং এই ধরনের পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের জানমাল ও উপাসনালয় রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

প্রতিদিন গড়ে একজন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার

১৯. জানুয়ারি মাসে ৩৯ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডগুলো র‍্যাব, পুলিশ, বিজিবি এবং যৌথবাহিনী কর্তৃক সংগঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

২০. ৫ জানুয়ারি ২০১৪ এর বিতর্কিত নির্বাচনের পর যৌথ বাহিনীর অভিযানের সময় বিরোধীদলের নেতা কর্মীদের বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। *অধিকার* এর তথ্যমতে, ৫ জানুয়ারি থেকে ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত ১১ জন ব্যক্তি যৌথ বাহিনীর অভিযানে নিহত হয়েছেন। যাঁদের মধ্যে তিনজন বিএনপি, সাতজন জামায়াতের কর্মী ও একজন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

২১. গত ২৭ জানুয়ারি ভোরে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আজহারুল ইসলাম (২৮) যৌথবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। গত ২৬ জানুয়ারি আজহারুল ইসলামকে ঘোনা এলাকার একটি চিংড়িঘের থেকে আটক করে যৌথবাহিনী। আজহারুল ইসলামের স্ত্রী কামিনী পারভিন চম্পা জানান, তাঁর স্বামীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর শ্বাশুড়ী ও শিশু সন্তান নিয়ে সকাল থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত তালা থানার গেটে তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন। রাত আনুমানিক ১২টায় তাঁদেরকে থানার গেট থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। এর কিছুক্ষণ পর ৭-৮ টা পুলিশের গাড়ি থানার সামনে আসে এবং তাঁর স্বামীকে নিয়ে চলে যায়। সকালে তাঁরা জানতে পারেন ভোর রাতে মাগুড়া খেয়াঘাট এলাকায় তাঁর স্বামীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।[২০]

২২. নীলফামারী জেলা সদরের রামগঞ্জ বাজারে তৎকালিন সংসদ সদস্য (বর্তমান সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী) আসাদুজ্জামান নূরের গাড়িবহরে গত ১৪ ডিসেম্বর ২০১৩ হামলার ঘটনার[২১] অন্যতম আসামী ছাত্রদল নেতা আতিকুর রহমানের (২৬) এর লাশ গত ২০ জানুয়ারি নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার বাইপাস সড়কের নাড়িয়াডাঙ্গা এলাকা থেকে পুলিশ উদ্ধার করে। আতিকুরের বড় ভাই আমিনুল ইসলাম বলেন, 'আসাদুজ্জামান নূরের গাড়িবহরের হামলার ঘটনার পর থেকে আতিকুর পলাতক ছিল। ১৩ জানুয়ারি রাতে টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলা সদরের শাফিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের পাশের একটি বাড়ি থেকে আতিকুর ও একই গ্রামের মহিদুলকে (২৬) গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা গ্রেফতার করে বলে জানতে পারেন। কিন্তু থানা পুলিশসহ বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিয়েও তাঁরা আতিকুরএর অবস্থান জানতে পারেননি'।[২২] এর ২দিন আগে গত ১৮ জানুয়ারি আসাদুজ্জামান নূরের গাড়িবহরে হামলার অন্যতম আসামী নীলফামারী জেলার লক্ষীচাপ ইউনিয়ন বিএনপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম রাব্বানীর লাশ উদ্ধার করে নীলফামারী থানার পুলিশ। গোলাম রাব্বানীর আত্মীয়রা অভিযোগ করেন, র‍্যাব রব্বানীকে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং কয়েক দিন পর তাঁর লাশ পাওয়া যায়।[২৩]

২৩. গত ১৯ জানুয়ারি দিবাগত রাতে মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সহকারি সেক্রেটারি তারিক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম (৩৫) যৌথবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে তাঁর পরিবার অভিযোগ করেছে। এদিন আনুমানিক

---

[২০] দৈনিক মানবজমিন, ২৮/০১/২০১৪

[২১] গত ১৪ ডিসেম্বর নীলফামারীতে তৎকালিন সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নূরের গাড়িবহর রামগঞ্জ ব্রিজের সামনে জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের কেটে দেয়া রাস্তায় আটকে যায়। এ সময় পুলিশ, আওয়ামীলীগ ও জামায়াত-শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় ৪ জন আওয়ামীলীগের কর্মী ও একজন জামায়াতের কর্মী নিহত হন।

[২২] দৈনিক প্রথম আলো, ২১/০১/২০১৪

[২৩] দৈনিক প্রথম আলো, ২১/০১/২০১৪

বিকেল ৩ টায় মেহেরপুর শহরের ইসলামী ব্যাংক ভবন থেকে গোয়েন্দা পুলিশ ও সদর থানা পুলিশের একটি দল তাঁকে আটক করে।[২৪]

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

২৪.বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ফলে নিহত ৩৯ জনের মধ্যে ২০ জন "ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে" মারা গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে র‍্যাব কর্তৃক দুইজন, পুলিশ কর্তৃক ১০ জন এবং যৌথবাহিনী কর্তৃক আট জন "ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে" নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

গুলিতে নিহতঃ

২৫.নিহত ৩৯ জনের মধ্যে ১৮ জন গুলিতে নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে র‍্যাবের হাতে দুইজন, পুলিশের হাতে ১২ জন, বিজিবি'র হাতে একজন এবং যৌথবাহিনীর গুলিতে তিনজন নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

পিটিয়ে নিহতঃ

২৬.নিহত ৩৯ জনের মধ্যে বিজিবি একজনকে পিটিয়ে হত্যা করেছে।

নিহতদের পরিচয় ঃ

২৭.নিহত ৩৯ জনের মধ্যে ১১ জন বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের সদস্য, ১৫ জন জামায়াত ও শিবির সদস্য, একজন জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির সদস্য, একজন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) সদস্য, ১০ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে এবং একজনের পেশা জানা যায়নি।

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

২৮.গত ১৬ জানুয়ারি ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন রোডে দৈনিক ইনকিলাব কার্যালয়ে তল্লাশি চালিয়ে ছাপা খানা সিলগালা করে দিয়েছে পুলিশ। এই সময় বার্তা সম্পাদক রবিউল্লাহ রবি, উপ-প্রধান প্রতিবেদক রফিক মোহাম্মদ ও কূটনৈতিক প্রতিবেদক আতিকুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়া ইনকিলাব কার্যালয় থেকে দুটি কম্পিউটার ও কিছু কাগজপত্র জব্দ করা হয় এবং সার্ভার রুম ও প্লেট রুমও সিলগালা করে দেয়া হয়। গত ১৬ জানুয়ারি দৈনিক ইনকিলাবে 'সাতক্ষীরায় যৌথ বাহিনীর অপারেশনে ভারতীয় বাহিনীর সহায়তা' শিরোনামে এক প্রতিবেদন ছাপা হয়। ওই প্রতিবেদনের সূত্র ধরে সেই দিনই ওয়ারী থানায় ইনকিলাব সম্পাদক-প্রকাশকসহ প্রধান বার্তা সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) ও দণ্ডবিধিতে মামলা দায়ের করা হয়।[২৫]

২৯.আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন সরকার বিরোধীদলীয় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ বন্ধ করে দিয়েছে। আমার দেশ এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল থেকে কাশিমপুর-২ কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য ও

[২৪] দৈনিক মানবজমিন, ২১/০২/২০১৪
[২৫] দৈনিক মানবজমিন, ১৭/০১/২০১৪

যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ মামলা দায়ের করা হয়েছে।[২৬] এরপর সর্বশেষ ঘটনায় ইনকিলাবের সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয় সরকার।

৩০. *অধিকার* মনে করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এর মাধ্যমে মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা লঙ্ঘনের ব্যাপক সুযোগ হয়েছে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে নসাৎ করছে। এই আইনের মাধ্যমে সরকার সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী ও ভিন্নমতালম্বী নাগরিকদের গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠাচ্ছে।

৩১. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে দুইজন সাংবাদিক আহত, একজন হুমকির সম্মুখীন এবং চারজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

৩২. ২০১৩ সালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ২৯ জন নিরস্ত্র বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা করে। ২০১৪ সালেও এই ধারা অব্যাহত আছে।

৩৩. গত ২ জানুয়ারি রাতে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার ধবলগুড়ি সীমান্তে ৮৭২ নম্বর মেইন পিলারের কাছ থেকে আবদুল ওয়াব মিয়া (৪৫) নামে এক গরু ব্যবসায়ীকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কুচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা সীমান্তের ভারতীয় অধিবাসীরা ধাওয়া করে ধরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর হাতে তুলে দেয়। এরপর বিএসএফ ও ভারতীয় অধিবাসীদের পিটুনিতে তাঁর মৃত্যু হয়।[২৭]

৩৪. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ কর্তৃক সীমান্তে বাংলাদেশীদের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে বিএসএফ একজন বাংলাদেশীকে নির্যাতন করে হত্যা করা ছাড়াও চারজনকে আহত করেছে। একই সময়ে বিএসএফ'র হাতে অপহৃত হয়েছেন ১৩ জন।

৩৫. দুদেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অনুনোমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তবে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের কথা। কিন্তু আমরা দেখছি ভারত দীর্ঘদিন ধরে এই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে বাংলাদেশীদের দেখা মাত্র গুলি করে হত্যা করছে ও অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন এবং তা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ।

৩৬. *অধিকার* মনে করে বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমাল রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। কোন স্বাধীন সার্বভৌম দেশ কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

৩৭. ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে ১৬ জন ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৩৮. প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি

[২৬] দৈনিক প্রথম আলো, ২৬/১১/২০১৩

[২৭] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লালমনিরহাট জেলার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে *অধিকার* মনে করে।

তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা

৩৯. জানুয়ারি মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় ৬০ জন শ্রমিক আহত এবং ২০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। বিক্ষোভের বেশির ভাগ ঘটনাই শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতা বা ওয়েজবোর্ড নির্ধারিত বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সংঘটিত হয়।

৪০. গত ৪ জানুয়ারি চট্টগ্রাম ইপিজেডে সেকশান সেভেন লিঃ ও সেকশান সেভেন এপারেলস লিঃ নামের একটি পোশাক কারখানায় বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে চারজন গুলিবিদ্ধসহ ২০ জন আহত হন। শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, ডিসেম্বর থেকে নতুন বেতন কাঠামোর আওতায় তাঁদের বেতন দেয়ার কথা ছিল। বেতন বাড়ানোর অজুহাতে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের কাছ থেকে বেশী কাজও আদায় করেছিলো সেই সময়ে। কিন্তু এরপরও বেতন না বাড়ায় এবং কারখানা কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে সদুত্তর দিতে না পারায় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কারখানার বাইরে অবস্থান নেন। এর ফলে কারখানা কর্তৃপক্ষ ভেতর থেকে কারখানার ফটক বন্ধ করে দিলে শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং ভাংচুর চালান।[২৮]

নারীর প্রতি সহিংসতা

৪১. নারীর প্রতি সহিংসতা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। *অধিকার* মনে করে অপরাধীদের শাস্তি না হওয়ায় অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে ও সম্ভাব্য সহিংসতাকারীরা প্রকৃত সহিংসতাকারীতে পরিণত হচ্ছে।

যৌতুক সহিংসতা

৪২. জানুয়ারি মাসে ১২ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে সাতজনকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং পাঁচজন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

ধর্ষণ

৪৩. জানুয়ারি মাসে মোট ৩২ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১১ জন নারী, ১৯ জন মেয়ে শিশু ও দুইজনের বয়স জানা যায়নি। উক্ত ১১ জন নারীর মধ্যে দুইজনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং তিনজন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ১৯ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে একজনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং একজন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এছাড়া চারজন নারী ও মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে একজন মহিলাকে ধর্ষণ চেষ্টার সময় হত্যা করা হয়েছে।

যৌন হয়রানী

৪৪. জানুয়ারি মাসে মোট ১৩ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে আত্মহত্যা করেছে একজন মেয়ে শিশু। এছাড়া বখাটে কর্তৃক আহত হয়েছেন একজন নারী, একজন লাঞ্ছিত ও ১০ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে বা তাদের পরিবারের সদস্যদের আক্রমণে পাঁচজন পুরুষও আহত হয়েছে।

[২৮] দৈনিক প্রথম আলো, ০৫/০১/২০১৩

পরিসংখ্যান: ১-৩১ জানুয়ারি ২০১৪*			
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	২০	২০
	গুলিতে নিহত	১৮	১৮
	পিটিয়ে হত্যা	১	১
	মোট	৩৯	৩৯
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	১	১
	বাংলাদেশী আহত	৪	৪
	বাংলাদেশী অপহৃত	১৩	১৩
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	২	২
	হুমকির সম্মুখীন	১	১
	গ্রেফতার	৪	৪
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৫৩	৫৩
	আহত	১৪৭২	১৪৭২
যৌতুক সহিংসতা		১২	১২
ধর্ষণ		৩২	৩২
যৌন হয়রানীর শিকার		১৩	১৩
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১৬	১৬
তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিক	নিহত	০	০
	আহত	৬০	৬০

* *অধিকার* এর তথ্য হতে সংকলিত

*গুলিতে নিহত ১৮ জনের মধ্যে ১৪ জন ব্যক্তি রাজনৈতিক সহিংসতায় মারা গেছে যা রাজনৈতিক সহিংসতা অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুপারিশসমূহ

১. ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তা অবিলম্বে আলোচনার ভিত্তিতে সমাধান করতে হবে। কারণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সব দলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে সরকারকেই উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। কারণ চলমান রাজনৈতিক সংকট ইতিমধ্যেই ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২. ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখিন করতে হবে।

৩. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে এবং হত্যাকাণ্ডগুলোর সঙ্গে জড়িতদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে।

৪. বিরোধীদলীয় টিভি চ্যানেল ও সংবাদ মাধ্যম বন্ধের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হবে।

৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৬. তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সমস্যার সমাধান, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ও এর নিয়মিত মহড়া উন্নত করতে হবে এবং শ্রমিকদের নিয়মিত মজুরি, স্বাস্থ্যরক্ষা ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা করতে হবে। তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমন্বিত সুরক্ষার আওতায় আনতে হবে।

৭. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং এই ব্যপারে সর্বস্তরে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।